জর্জ অরওয়েল

এ্যানিমাল ফার্ম

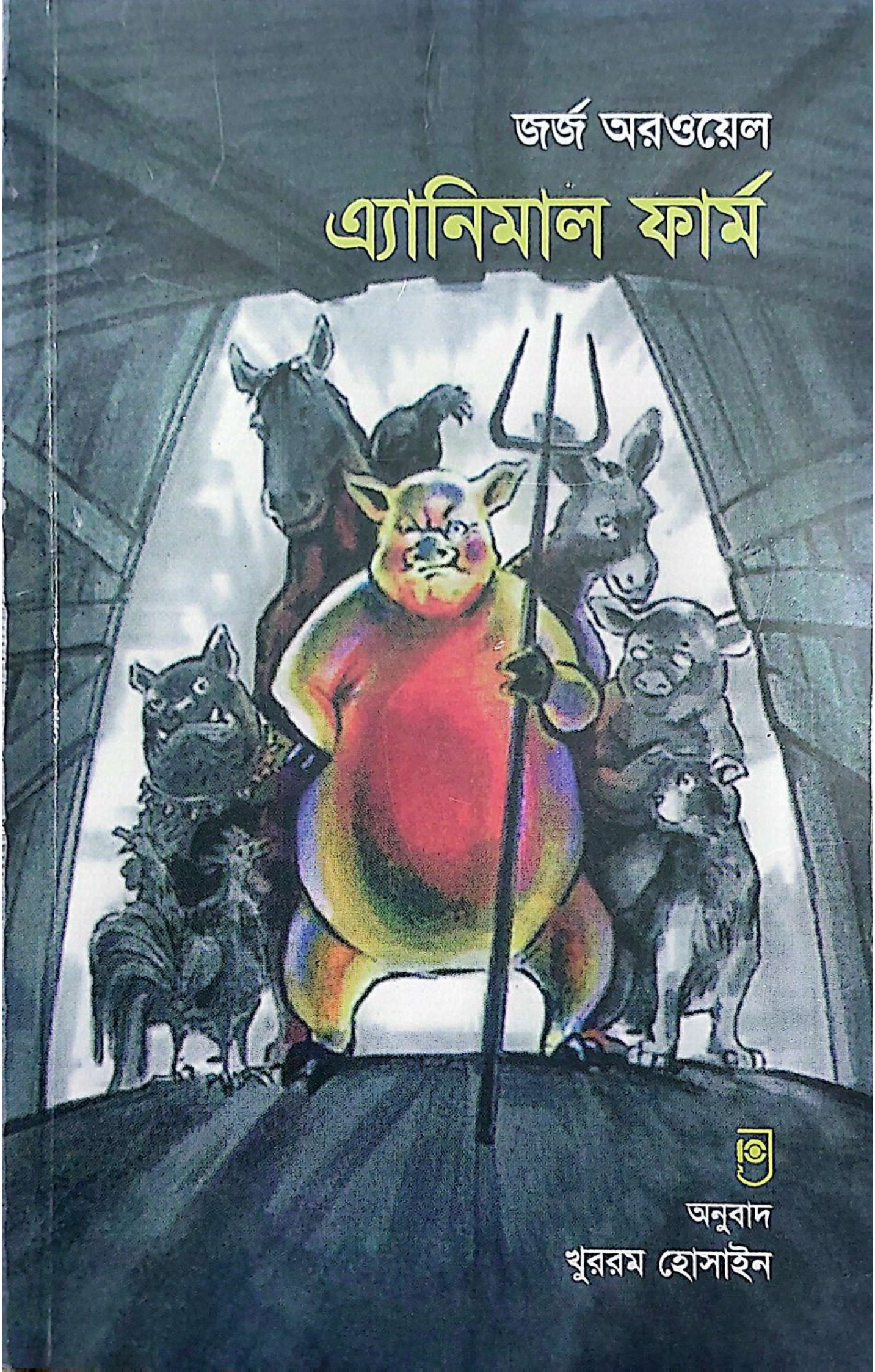

অনুবাদ
খুররম হোসাইন

জর্জ অরওয়েল

এ্যানিমাল ফার্ম

অনুবাদ

খুররম হোসাইন

ফ্রেন্ডস বুক কর্নার প্রা. লি.

প্রথম অধ্যায়

ম্যানর ফার্মের মালিক মি. জোন্‌স। রাতের বেলা তিনি তার মুরগির খোঁয়াড়ের দরজা বন্ধ করলেন, কিন্তু মদ্যপানে চুর হয়ে থাকার কারণে দরজার ছিটকিনিটা লাগাতেই ভুলে গেলেন। লণ্ঠন হাতে টলতে টলতে তিনি উঠান পেরিয়ে রান্না ঘরের দিকে চললেন, লণ্ঠনের আলোর বৃত্তটা তার সাথে নাচতে নাচতে চলল। বুটের এক লাথিতে তিনি ঘরের পেছনের দরজাটা খুলে বিয়ারের বোতলের অবশিষ্ট টুকু গলায় ঢেলে দিলেন, এর পর শয়ন কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে মিসেস জোন্‌স নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন।

জোন্‌সের শয়ন কক্ষের বাতি নিভে যাওয়ার সাথে সাথে খামার বাড়িতে শোনা গেল রীতিমতো হৈ হল্লা আর পাখা ঝটপটানির শব্দ। খামারের বুড়ো সাদা শুকরটার নাম হচ্ছে 'মেজর'। কদিন আগে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। তার দেখা স্বপ্নের বিষয়টা সে খামারের অন্যান্য পশু-পাখিদের জানাতে চায়। তাই খামারের পশু-পাখিরা সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, খামার মালিক মি. জোন্‌সের অজান্তে তারা সবাই এক সাথে মিলিত হবে। বুড়ো শুকরটা খামার বাড়ির পশু-পাখিদের কাছে 'মেজর' নামেই পরিচিত, কিন্তু যখন কোথাও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হত তখন তার নাম দেয়া হত 'উইলিংডন সুন্দরী'। খামারের অন্যান্য পশুরা সবাই সম্মানের চোখে দেখে এই বুড়ো মেজরকে। খামারের পশু-পাখিরা সবাই সিদ্ধান্ত নিল, তারা একটি রাত না ঘুমিয়ে বুড়ো মেজরের স্বপ্নের বিষয়টা শুনবে।

গোলাবাড়ির শেষ সীমানায় ছিল ছোটখাট উঁচু একটা বেদি। মেজর ইতিমধ্যেই বেদিটার উপর খড় বিছিয়ে তার বসার জায়গা করল, আর বেদির পাশেই একটা খুঁটিতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেয়া হল। বর্তমানে বুড়ো মেজরের বয়েস বারো। শরীরে জমেছে থলথলে চর্বি, মোটামুটি সুন্দরী বলা যায় তাকে, চোখে মুখে সর্বদা গাম্ভীর্যের ভাব বিরাজ করে তার। খামারের পশু-পাখিরা সবাই এক এক করে এসে হাজির হল গোলাবাড়িতে এবং সবাই যার যার পছন্দ মতো জায়গা

বেছে নিয়ে আরাম করে বসল। প্রথমেই ব্লুবেল, জেসি আর পিনচার নামের তিনটি কুকুর এসে উপস্থিত হল। ওরা এসেই বুড়ো মেজরের সামনে পেতে রাখ খড়ের উপর বসে পড়ল। মুরগিগুলো এসে জানলার কার্নিশে বসল আর কবুতরগুলো মাথার উপরে উড়ে উড়ে পাখা ঝটপট করতে লাগল। গরু আর ভেড়ার পাল শুকরদের পেছনে শুয়ে জাবর কাটতে লাগল। গাড়িটানা ঘোড়া বক্সার আর ক্লোভার দু জন এক সাথে এমন ভঙ্গিতে খড়ের উপর বসল যেন খড়ের নিচে লুকিয়ে থাকা কোনো ক্ষুদ্র জীব তাদের চাপে মারা না যায়। ক্লোভার মাঝ বয়েসী একটি মাদি ঘোড়া, শরীরটা বেশ মোটাসোটা, কিন্তু চার নম্বর বাচ্চা জন্মানোর পর থেকেই বেচারি দুর্বলতায় ভুগছে। বক্সারের আকৃতি বিশাল। কম করে হলেও দুটো ঘোড়ার শক্তি ওর শরীরে। বেচারার নাকের উপর একটা সাদা দাগ থাকার কারণে একটু বোকা বোকা মনে হয় তাকে। বক্সারের বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম হলেও সে খুবই কষ্ট সহিষ্ণু আর প্রচুর মনোবলের অধিকারী। ঘোড়াদের পরপরই এসে হাজির হল সাদা রঙের ছাগল মুরিয়েল আর বেনজামিন নামের একটি গাধা। বেনজামিন হল এ খামারের সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা, খুবই বদমেজাজী স্বভাবের। বেনজামিন কথা বলে কম, যা দু-একটা বলে তাও রহস্যময়তায় ঘেরা। বেনজামিন বলে, মহান ঈশ্বর তাকে লেজ দিয়েছেন মাছি তাড়ানোর জন্য, যখন তার লেজ থাকবে না তখন কোনো মাছিও থাকবে না। সারা খামারে বেনজামিনই একমাত্র প্রাণী, যাকে কেউ কোনো দিন হাসতে দেখেনি। পশু-পাখিরা ওর এই না হাসার কারণ জানতে চাইলে সে বলে, হাসার কোনো কারণ খুঁজে পায় না বলেই সে হাসে না। বক্সার নামের ঘোড়াটার সাথে তার খুবই দোস্তি। প্রতি রবিবার ছুটির দিনে বেনজামিন আর বক্সার দু জনে একসাথে ফল বাগানের চারণ ভূমিতে চরে বেড়ায়। দু জনে পাশাপাশি চরে বেড়ালেও কেউ কারো সাথে খুব একটা কথা-বার্তা বলে না।

সদ্য মা হারা এক দল হাঁসের বাচ্চা পাখা ঝাপটে শব্দ করছিল আর এমন একটি জায়গা খুঁজছিল যেখানে তাদের কেউ পায়ের চাপে পিষে ফেলবে না। শেষে দুটি শায়িত ঘোড়ার মাঝখানে যে ঘেরা দেয়ালের মতো স্থান তৈরি হয়েছে, সেখানে বাচ্চাগুলো গুটিসুটি হয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। এবার এসে হাজির হল খামার মালিক মি. জোন্‌সের গাড়ি টানা মাদি ঘোড়া মলি। বোকা

টাইপের ঘোড়া, মি. জোন্‌স তাকে ফাঁদ পেতে ধরেছিলেন। মলি মুখে একটা চিনির ঢেলা ফেলে চুষতে চুষতে এসেছে। ঘাড়ে তার একটা লাল ফিতে বাঁধা, ঘাড়টা সে এমনভাবে নাড়তে লাগল যেন সবাই তার লাল ফিতেটার দিকে নজর দেয়। সবার শেষে বিড়াল এসে উপস্থিত হল, এসেই চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা নিরাপদ উষ্ণ জায়গা খুঁজতে লাগল। অবশেষে বক্সার আর ক্লোভারের মাঝখানের স্থানটাকেই নিরাপদ মনে করে বসে পড়ল। মেজরের গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে তার স্বভাব মতো সর্বদা মিউ মিউ করতে লাগল।

শুধুমাত্র পোষা দাঁড়কাক মোজেস ছাড়া আর সব পশু-পাখিই উপস্থিত। সে বর্তমানে পেছনের দরোজার চৌকাঠের উপর বসে কষে ঘুম দিচ্ছে, মেজর যখন দেখল সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে তখন একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করল, সাথিরা আমার, তোমরা হয়ত এরই মাঝে গত রাতে আমার স্বপ্নটার কথা জেনে গেছ। স্বপ্নের কথায় পরে আসছি, এর আগে আমার আরো কিছু কথা আছে। আমার এখন বয়স হয়েছে, কখন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব ঠিক নেই। তবে তার আগে আমার সারা জীবনের আহরিত জ্ঞান আমি তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। বহুদিন ধরেই আমি এখানে তোমাদের সাথে আছি এবং আমার বিশ্রামকালীন সময়ে আমি তোমাদের ব্যাপারে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছি, সে সব বিষয় আজ আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ করতে চাই।

বন্ধুরা আমার, আমাদের জীবনটা বড়োই দুঃখ কষ্টের জীবন, আমাদের আয়ুও খুব কম। জন্মের পর থেকেই প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য খুবই সামান্য খাবার পাই। মানুষেরা আমাদের অল্প পরিমাণ আহার দিয়েই বেশি খাটুনি খাটিয়ে নেয়। আর যখন কাজ করার সামর্থ থাকে না তখন তারা আমাদের বিক্রি করে দেয় সরাসরি কসাইয়ের কাছে। ইংল্যান্ডে যত পশু জন্ম গ্রহণ করে তাদের এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর তারা সুখ কী বস্তু তা আর অনুভব করতে পারে না, তারা স্বাধীনও থাকতে পারে না। আমাদের জীবনের একমাত্র সত্য হচ্ছে দুঃখ কষ্ট।

তাহলে এটাই কি প্রকৃত সত্য যে, ইংল্যান্ডের মাটি খুবই অনুর্বর, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারে এমন শস্য উৎপাদিত হচ্ছে না। আসলে কিন্তু এটা